তারিখ ... 12 MAR 2003
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১

দৈনিক
ইত্তেফাক

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রত্যাশা পূরণ করছে না

গত শনিবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সিম্পোজিয়ামে প্রধান অতিথির ভাষণে স্পিকার ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার বলেন, উচ্চশিক্ষার দ্বার থেকে বিপুল সংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থী যাতে বঞ্চিত না হয়, সে লক্ষ্যেই শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালে তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন এবং ১৯৯২ সালে জাতীয় সংসদে এ বিষয়ে বিল উত্থাপন করেন। তিনি এ ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, দেশে ৪০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে এবং আরও ৫টি শিগগিরই হতে যাচ্ছে। বাস্তবে অবশ্য শুধু সংখ্যাটাই সন্তোষজনক, আর কিছুই নয়।

দেশে বর্তমানে 'সরকারি' বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৭। সে তুলনায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশি হলেও এদের মোট ছাত্রসংখ্যা তুলনামূলকভাবে একেবারেই নগণ্য। এসব বিশ্ববিদ্যালয় মেধাবী ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীর ভিড় কমাতে কোন ভূমিকাই রাখেনি। কেননা শুধু 'মেধাবী' হলেই হবে না, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হলে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের বিত্তবানও হতে হবে। প্রতিটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আবার একই ধরনের মাত্র দু'চারটি শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে যাত্রা শুরু করে এবং কখনও তাদের সম্প্রসারণ হয় না। ফলে এগুলোকে 'বিশ্ববিদ্যালয়' বলা বোধহয় উচিত নয়। নতুন নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় একই ধরনের ডিগ্রি দেয়ার জন্য 'কপিক্যাট' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে অবতীর্ণ হচ্ছে। তাতে দেশে উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের কতটুকু কাজ হচ্ছে বলা কঠিন।

শনিবারের সিম্পোজিয়ামে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান জানান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কতগুলো শর্ত পূরণ করতে হয়; কিন্তু এসব শর্ত পূরণ হচ্ছে না। তিনি জানান, দেশের অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এখন 'মুনাফা লাভকারী' কোচিং সেন্টার হিসেবে পরিচিত। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থায়ী শিক্ষক নেই; নিজস্ব ক্যাম্পাস, পাঠাগার, ল্যাবরেটরি এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা নেই। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষকদের ওপর নির্ভর করেই এসব বিশ্ববিদ্যালয় চলছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বিরাট অঙ্কের টাকা নিলেও উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ তারা সৃষ্টি করেনি। ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষাদানের যে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন আশা করা হয়েছিল, তা ব্যাহত হচ্ছে।

এ পর্যন্ত যতগুলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 'প্রতিষ্ঠিত' হয়েছে, প্রতিটিই একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বেশ কিছু শর্ত পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েই সরকার ও মঞ্জুরি কমিশনের কাছ থেকে অনুমোদন পায়। কিন্তু একবার অনুমোদন পাওয়ার পর শর্ত পূরণে অতি অল্পসংখ্যক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই তাগিদ অনুভব করেন। সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মঞ্জুরি প্রত্যাহার করার কথা চিন্তাও করে না। ফলে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে যেসব ডিগ্রি দেয়া হয়, সেগুলোর মূল্যায়নও হয় না।

প্রায় সবগুলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত। যে দু'একটি ঠিকানা রাজধানীর বাইরে সেগুলোও ঢাকা মহানগরীকে 'ক্যাচমেন্ট এরিয়া' বেছে নিয়ে ঢাকাতে 'ক্যাম্পাস' খুলে বসে। ফলে রাজধানীর বাইরে উচ্চশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রেও এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কোন ভূমিকা রাখছে না। অন্যদিকে শিক্ষাদান সম্পর্কে মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান মন্তব্য করলেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা বুয়েট থেকে 'খণ্ডকালীন লেকচার দেয়ানোর মাধ্যমে' প্রকৃত উচ্চশিক্ষা প্রদান সম্ভব নয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যদি উপযুক্ত স্থায়ী শিক্ষক না থাকে, তাহলে এই ভাল উদ্যোগটি ভেস্তে যাবে বলে তিনি মনে করেন।

সবাই যখন একমত যে, অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিশ্রুত শর্ত পূরণ করছে না, তখন সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের যৌথ উদ্যোগে প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর অনুমোদন পুনর্বিবেচনা করা উচিত। শর্ত পূরণের জন্য বারবার সময় দিয়েও লাভ হচ্ছে না। আর ৪০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেয়াতে কঠোর হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। দেশের উচ্চশিক্ষার মান সবদিক থেকেই নিচে নেমে গেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাতে অবদান রাখতে দেয়া উচিত হবে না।